দৈনিক বাংলা

127

তারিখ ... 24/5/82 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

স্কুল-গণিতের নতুন পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে : গণিত সমিতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষক-প্রশিক্ষণের অভাবে স্কুল-গণিতের নতুন পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অপরিকল্পিত ব্যবস্থায় নতুন গণিতের পাঠ্যসূচী চালু করার ফলে স্কুল-গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি অবিলম্বে দূর করা না হলে দেশের গণিত শিক্ষাসহ সকল শিক্ষাই বিপর্যস্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে গতকাল বাংলাদেশ গণিত সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে 'স্কুল গণিতের নতুন পাঠ্যক্রম এবং এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ সমিতি এই অভিমত প্রকাশ করে।

সমিতি প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করে যে সুলিখিত পাঠসামগ্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এই দুটো দিকেই অবহেলা করা হয়েছে বলে নতুন পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সেমিনারে গণিত সমিতি অভিমত প্রকাশ করেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর শ্রেণীগত বিন্যাস

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

গণিত সমিতি

(১-এর পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপযোগী নয়। এগুলোর পরিমার্জনা ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা ও বিদ্যালয়গুলোর প্রস্তুতি যাচাইয়ের ওপরও তারা গুরুত্ব আরোপ করেছে।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মান সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে সমিতি উল্লেখ করেছে যে এর প্রায় প্রত্যেকটি গণিত বইয়েই যথেষ্ট মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। অনেক স্থলে নতুন সংযোজিত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাও মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। এছাড়াও সমিতি গণিত বইয়ে চলতি ভাষার পরিবর্তে সাধু ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন স্কুলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণিত শিক্ষকের অভাব প্রসঙ্গে সমিতি বলেছে যে পূর্বে প্রচলিত স্কুল-গণিতে সফল শিক্ষক হলেও কর্মরত শিক্ষকদের অনেকেরই নতুন ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেনি। স্কুল-গণিতের ক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করাতে এজন্যে প্রয়োজন জরুরী ও জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ। যদি তা না হয় তবে নতুন পাঠ্যক্রম চালু রাখা সমীচীন নয় বলেও সমিতি উল্লেখ করে।

গণিত সমিতি নতুন পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর গণিত থেকে 'আসন্ন মান নির্ণয়' ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে 'বাজেট', ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে 'নিধান' আলোচনা, সপ্তম শ্রেণী থেকে 'সেটের ক্রম' ও সপ্তম শ্রেণীর জ্যামিতি বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ বর্জন। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জ্যামিতিতে উপপাদ্যের প্রমাণে ইউক্লিডের পদ্ধতি ব্যবহারের উপরও সমিতি গুরুত্ব দিয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর গণিত পর্যালোচনা করে সমিতি বলেছে যে এসব বইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি অসংখ্য এবং বইগুলো পাঠদানের উপযোগী নয়। এগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জনা আবশ্যক।

গণিতের নতুন পাঠ্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সমিতি ১০ দফা সুপারিশ করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির যৌথ উদ্যোগে নতুন পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে পাঠ্যসূচী পরিমার্জনা ও পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মরত গণিত শিক্ষকদের জন্যে আগামী দু'বছরের মধ্যে অন্তত ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণের জরুরী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ভবিষ্যতে যারা গণিত শিক্ষকতায় যোগ দেবেন তাদের জন্যে বি-এডসির গণিত পাঠ্যসূচীতে নতুন গণিত বিষয়সম্বলিত কোর্স সংযোজন, উৎকৃষ্ট মানের নির্ভুল পাঠ্যবই সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নতুন গণিতের বিষয়ভিত্তিক পুস্তিকা ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রকাশ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র, টেক্সট বুক বোর্ড ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নতুন গণিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণিত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

সেমিনারে গতকাল সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোঃ রমজান আলী সরকার। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব জনাব এ কে এম হেদায়েতুল হক। গণিত সমিতির পক্ষে স্কুল-গণিত সম্পর্কে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সমিতির সম্পাদক জনাব আ ফ ম খোদাদাদ খান।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী উদ্বোধনী ভাষণে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী গণিত রচনা এবং প্রচলিত গণিতে যেসব ভুলত্রুটি রয়েছে তা সংশোধনের জন্যে গণিতজ্ঞদের প্রতি আহ্বান জানান।